সময়ের কোলাজ

মোজাম্মেল বাবু

একজন মওদুদ আহমদ

চোরের দশ দিন, গেরস্তের একদিন। এবার তিনি সত্যিকারের 'কেচকি'তে পড়েছেন। 'ফাঁদ' থেকে বের হয়ে আসার জন্য যত বেশি ফন্দিফিকির আটছেন, তত বেশি করে তিনি আটকাচ্ছেন জালে। একটা 'ভুল' ঢাকতে গিয়ে বেরিয়ে আসছে নতুন নতুন সব 'অপরাধ'। ডেইলী স্টার পত্রিকার কার্টুন চিত্রে তাঁর স্বরূপ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে–'এ্যামনেশিয়া ... কসড বাই ডিকেডস অব লাইয়িং'। আওয়ামী লীগ-বিএনপি-জাতীয় পার্টি-আবার বিএনপি–সবসময়ই তিনি 'সরকারী দল'। তাঁর অবস্থান সর্বক্ষেত্রেই জনগণের বিপক্ষে। 'জাতি'র সকল অর্জন ভূলুণ্ঠিত করাই যেন তাঁর 'কাজ'। 'রাজনীতিবিদ'দের মধ্যে 'অস্কার' প্রবর্তন করা হলে 'ভিলেন' চরিত্রে 'স্বর্ণপদক' তাঁর জন্য 'রিজার্ভ' থাকবে। 'ম্যানুপুলেশ'-এও তাঁর জুড়ি নেই। রক্ত দিয়ে অর্জিত 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' বিধানটি তিনি আজ 'নষ্ট' করে ফেলেছেন। প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে দু' দু'বার 'জ্যেষ্ঠতা' ভঙ্গ করে এবং বিচারকদের অবসরের 'বয়সসীমা' বাড়িয়ে দিয়ে তিনি যে সুচারুভাবে তাঁদের 'দলীয় নেতা' কেএম হাসানকে 'প্রধান উপদেষ্টা' পদের জন্য প্রস্তুত করেছেন, তার প্রশংসা না করে পারা যায় না। বছরের শেষভাগে আমেরিকায় অনুষ্ঠিতব্য 'ওয়ার্ল্ড হ্যাকারস মিট'-এ তাঁকে বাংলাদেশের 'প্রতিনিধি' করে পাঠানো হলে, তিনি নিশ্চয়ই 'শিরোপা' জয় করে ফিরবেন। প্রধান বিচারপতির সুপারিশ উপেক্ষা করে আওয়ামী লীগের শাসন আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত পাঁচজন বিচারককে 'স্থায়ী' না করে এবং ঢালাওভাবে নতুন উনিশজন বিচারক নিয়োগ দিয়ে উচ্চতর আদালতকে 'দলীয়করণ' করার নগ্ন চেষ্টায় তিনি এখনও ফাটা বাঁশে আটকে আছেন।

'বিএনপি'র সুইডেন শাখার সভাপতি মহিউদ্দিন জিন্টুর 'রাষ্ট্রপতির ক্ষমা'র ঘটনাটি এ বছর গোড়ার দিকের। অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ 'হজপালন' শেষে দেশে ফিরেই প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব অনুমোদন করেন। এই আদেশে 'স্বাক্ষর' না করে তাঁর উপায়ও ছিল না।

'ব্যক্তিত্ব' দেখাতে গিয়ে ক'দিন আগেই বিতাড়িত হয়েছেন বদরুদ্দোজা চৌধুরী। সৌদি আরব যাওয়ার সময় রাষ্টপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ কাউকে দায়িত্ব দিয়ে যাননি। 'স্পীকার' তা নিয়ে আক্ষেপও করেছেন। তবে, জিয়াউর রহমানের জন্মদিনে 'শুভেচ্ছা' পাঠাতে তাঁর এতটুকু ভুল হয়নি। পরকালের 'শান্তি' নিশ্চিত করতে গিয়ে একালের 'অশান্তি' ডেকে আনার কোন মানে হয় না। জিন্টুর 'ক্ষমা'র বিষয়টি আগে থেকেই ঠিকঠাক ছিল। মওদুদ আহমদই নাকি তার উদ্যোক্তা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েরও এই বিষয়ে 'সায়' ছিল। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমেই 'নথি' রাষ্ট্রপতি বরাবর প্রেরণ করা হয়। তখন 'ব্যাপার'টি নিয়ে তেমন মাতামাতি হয়নি। আইনমন্ত্রীর সঙ্গে সংসদীয় কমিটির সভাপতি খন্দকার মাহবুবউদ্দিনের রেষারেষির জের ধরে 'ঘটনা'টি আবার সামনে এসেছে। মওদুদ আহমদ প্রথম দফায় 'দায়দায়িত্ব' স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাঁধে ঠেলে দিতে চাইলেও লুৎফুজ্জামান বাবরের অনুপস্থিতিতে 'ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী' মান্নান ভূঁইয়া 'বল' পুনরায় আইনমন্ত্রীর কোর্টে ফিরিয়ে দেন। প্রধানমন্ত্রী ডেকে হুঁশিয়ার করে দিলে মওদুদ আহমদ এবার কলের পুতুলের মতো 'সাফাই' গাইতে শুরু করেন। সুপ্রীমকোর্ট আইনজীবী সমিতি তাঁকে জড়িয়ে বিবৃতি প্রদান করলে ইনায়েতুর রহিমকে ফোন করে তিনি 'থ্রেট' করেছেন বলে শোনা যায়। অবশেষে তিনি 'জিন্টুকে আমি চিনি না, কখনও দেখিনি' বক্তব্য দিয়ে আইনজীবী সমিতির 'সেক্রেটারি'র বিরুদ্ধে 'মানহানি'র মামলা দায়ের করেন। পরের দিন সকল পত্রিকার প্রথম পাতায় 'জিন্টু'র সঙ্গে তাঁর 'মাখামাখি'র ছবি প্রকাশিত হলে পদত্যাগের 'গুজব' ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু স্বেচ্ছায় ছেড়ে যাবার মতো 'হায়া' নিয়ে তিনি জন্মাননি। ১৯৯০ সালে 'বলপূর্বক' তাঁকে নামানো হয়েছিল। তিনি ছিলেন স্বৈরাচারের পতনের 'প্রথম' উইকেট। তাঁর পদত্যাগের মধ্য দিয়েই উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের আবির্ভাব ঘটে, তারপর রাষ্ট্রপতি। মওদুদ আহমদের 'টলায়মান' অবস্থা পর্যবেক্ষকদের মনে নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। 'বিএনপি'র সময় কি তবে ফুরিয়ে এসেছে? নাকি 'টাটাবাণিজ্য' সামনে রেখে সরিয়ে দেয়া জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী মোশাররফ হোসেনের মতো 'হাওয়া ভবন' মওদুদকেও এবার 'বলি' করে দিতে চাইছে? একা 'মরা'র মানুষ তিনি নন, ডুবলে 'বিএনপি'কে সঙ্গে নিয়ে ডুববেন। তাই কায়দা করে তুলে দিয়েছেন 'মানবাধিকার' এবং 'সামরিক আদালতের বিচার' বিতর্ক।

মওদুদ আহমদের 'মধুমিশ্রিত' ঠোঁটে 'মানবাধিকার' শব্দটি অসহায়ভাবে কাতরাতে থাকে। তাঁর 'গণবিরোধী' ভূমিকার কারণে এরশাদের আমলে তাঁর স্ত্রীকে পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার অফিসের সামনে গণরোষে পড়তে হয়েছিল। 'ক্রসফায়ার' প্রহসনের পক্ষে সাফাই গাইতে গাইতে যাঁর মুখে ফেনা উঠে যায়, তাঁর মুখে 'মানবাধিকার'-এর বুলি একেবারেই বেমানান। তিনি সামরিক আদালতের 'বৈধতা' নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। জিয়া ও এরশাদের সামরিক শাসন 'হালাল' করার লক্ষ্যে প্রণীত 'পঞ্চম' এবং 'সপ্তম' সংশোধনীর রূপকার মওদুদ আহমদের কণ্ঠে এ কী কথা শুনি! তাই যদি হয়, সামরিক জান্তা জিয়াউর রহমানের আদেশে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কর্নেল তাহেরসহ সকল সেনা সদস্যের 'জীবন' জাতি ফেরত চায়। ফিরিয়ে দেয়া হোক ২২ ইস্টবেঙ্গলের সকল সৈনিকের অমূল্য 'প্রাণ'–ড্রাইভার, বাবুর্চিসহ পুরো 'ব্যাটালিয়ন'কেই তখন ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছিল।

গত দু'দশক ধরে মওদুদ আহমদ বাংলাদেশের 'অগ্রগতি'র মূল প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছেন। সর্বোচ্চ আদালতের সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন তালবাহনা করে 'বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ' বিষয়টি তিনি চার বছর ধরে ঝুলিয়ে রেখেছেন। 'লোক দেখানো'র জন্য 'দুর্নীতি দমন কমিশন' গঠন করে তার নামে 'স্বাধীন' শব্দটি যোগ করা হলেও 'আইনটি'র পদে পদে রয়েছে 'পরাধীনতা'র শৃঙ্খল। ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় গ্রাহকদের হয়রানি রোধে 'সিএলও' নামের 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। 'এডিবি' অর্থায়ন নিশ্চিত করলেও তাঁর মারপ্যাঁচে পরে পুরো প্রকল্পটিই এখন মুখ থুবরে পড়ছে। অতি সম্প্রতি বিদ্যমান নির্বাচিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলার লক্ষ্যে 'বিএনপি'র দলীয় ক্যাডারদের নিয়ে গঠিত 'গ্রাম সরকার' পদ্ধতিকে আদালত 'অসাংবিধানিক' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। তাতেও মওদুদের 'লজ্জা' হয় না। দিস ইজ এ্যাবাউট টাইম, দেশবাসী তাঁর হাত থেকে 'নাজাত' চায়।

ক্লোজআপ ওয়ান॥ তোমাকেই খুঁজছে বাংলাদেশ

ইউনিলিভারের সারাদেশ থেকে 'সঙ্গীত প্রতিভা' নিংড়ে আনার বিশাল উদ্যোগ সকলের নজর কেড়েছে। 'আমেরিকান আইডল' এবং 'ইন্ডিয়ান আইডল'-এর অনুপ্রেরণায় 'তোমাকেই খুঁজছে বাংলাদেশ' একটি বাণিজ্যিক প্রচারণা অভিযান হলেও আয়োজকদের 'সততা' দৃষ্টি এড়াবার নয়। এই 'মেগা ইভেন্ট'টির পরতে পরতে 'মাটির গন্ধ' খুঁজে পাওয়া যায়। প্রতিযোগীদের বুকে হাত দিয়ে 'আমার সোনার বাংলা' গাওয়ার দৃশ্য গভীর 'দেশপ্রেম' জাগিয়ে তুলেছে। উপস্থাপকরা কথার ফাঁকে ফাঁকে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাথা তুলে এনেছেন। গোটা অনুষ্ঠানটি যেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এক 'নীরব' প্রতিবাদ। কপালে 'সিঁদুর' মাখা শিল্পীরা পর্দাজুড়ে যে রকম বীরদর্পে হেঁটে বেরিয়েছে এবং নির্ভয় পরিবেশনার মধ্য দিয়ে 'ইয়েস কার্ড' এবং 'ঢাকার ভিসা' ছিনিয়ে নিয়েছে, তা আজকের মৌলবাদ অধ্যুষিত বাংলাদেশে এক বিরল ঘটনা। 'প্রতিবন্ধী' শিল্পীদের 'সংকল্প' জাতিকে সাহস যুগিয়েছে। বগুড়ার পর্বে একজন আদিবাসীর প্রতি 'পক্ষপাত', বাংলাদেশে সকল 'জাতিসত্তা'র সমান স্বীকৃতি নিশ্চিত করেছে। বিচারকের ভূমিকায় কুমার বিশ্বজিৎ, বুলবুল এবং

শাকিলা জাফর 'দায়িত্বশীলতা'র পরিচয় দিয়েছেন। সাতান্ন ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় শাকিলা 'টিকতে' না পারলেও ভেঙ্গে পড়েনি 'ওরা' একজনও। এত 'প্রতিভা' আর 'আত্মপ্রত্যয়' ছড়িয়ে আছে এই দেশে, না দেখলে তা বিশ্বাস হতো না। বিজয়ীদের 'আনন্দাশ্রু' দেশবাসীকেও কাঁদিয়েছে। অভিজিৎ, রাহুল, অমিত এবং প্রযুক্তা শহর কাঁপিয়ে গেছে, কিন্তু তাদের তুলনায় আমাদের ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি 'অকৃত্রিম'। জারি, সারি, ভাটিয়ালি, মুর্শেদি, মরমি, ভাওয়াইয়া এবং লালন গীতি কণ্ঠে প্রত্যেকে যেন এক একজন আব্বাসউদ্দিন, আব্দুল আলীম, আব্দুর রহমান বয়াতি, ফরিদা পারভীন কিংবা স্বয়ং 'লালন শাহ'। একদিকে বড় বড় ওস্তাদের হাতে গড়া সকল নামী-দামী শিল্পী, রুনা লায়লাও সেদিকে, আমি 'বিউটি'রই দিকটা নিলাম। 'চুয়াডাঙ্গা'র এই অসামান্য শিল্পীর পেছনে আমি আমার সমগ্র মেধা ও মনন 'বাজি' রাখছি। ওর দরদি কণ্ঠ ভীষণভাবে আবেগাপ্লুত করে তোলে। চোখ ভিজে আসে, চোখ ভিজে যায়। 'তোমাকেই খুঁজছে বাংলাদেশ'।

[লেখক প্রকৌশলী, রাজনৈতিক ভাষ্যকার এবং বহুমাত্রিক কলামিস্ট]

mozammelbabu@hotmail.com